রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

২০২০ সনের ২৬ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ২৫, ২০২০

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৬৫—৩৭৯
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৮৭—৪০১
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৫—৬০
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৬৯—৩৮৩
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
প্রবিধি অনুবিভাগ
প্রবিধি-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ ফাল্গুন ১৪২৬/২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০

নং ০৭.০০.০০০০.১৭৩.৩২.০৩২.১২-২৩—অর্থ বিভাগের ২৫-০৯-২০১৬ খ্রি. তারিখের ৭১ নং প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে ব্যয়বহুল স্থান হিসেবে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, রংপুর, সিলেট, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর শহর এবং সাভার পৌর এলাকার ন্যায় কক্সবাজার শহর/ পৌর এলাকায় বেসামরিক প্রশাসনে কর্মরত সরকারি কর্মচারীগণের দৈনিক ভাতা সাধারণ হারের চেয়ে অতিরিক্ত ৩০% হারে নির্ধারণ করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ শাহজাহান
অতিরিক্ত সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০

নং বিচার-৭/২-এন-৩৫/২০০৫(অংশ)-৫২—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মুহাম্মদ সেলিম উদ্দীন, পিতা- মুহাম্মদ আবুল কাশেম, মাতা-মোমেনা বেগম, গ্রাম-দমদমা, ডাকঘর-চাড়ালিয়াহাট, উপজেলা- ফটিকছড়ি, জেলা- চট্টগ্রাম)। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার ১৩নং লেলাং ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আসাদুজ্জামান, উপপরিচালক (অতিঃ দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বুলবুল আহ্‌মেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ অধিশাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ : ১০ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.১১২.১০ (অংশ-১).৭২—State Acquisation And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর ১৪৪ ধারা (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules, 1955)-এর ৩৪ (২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলা	জেলা
১	মুন্সির তালুক	৩১	৫৯৬	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী
২	পূর্ব্ব দেবীপুর	১১৪	৯১০	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী
৩	মোরাদপুর	১৪৩	২৭৯	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী
৪	উত্তর চর রমনীমোহন	৯৯	১৪০৫	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
৫	দক্ষিণ দূর্গাপুর	২০৭	৫৬৬	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
৬	ভবানীগঞ্জ	২১৬	৬৭৮	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর

নং ৩১.০০.০০০০.৪৯.৩৬.০০৬.১৬ (অংশ-১).৭৩—State Acquisation And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর ১৪৪ ধারা (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy rules,1955)-এর ৩৪ (২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাইতেছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
০১	বরফা	০৭	১১৭৫	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
০২	তালা	২২	২০৪০	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
০৩	কাটারবাড়ী	৮১	১৯০	গোপালগঞ্জ সদর	গোপালগঞ্জ
০৪	ছোটবনগ্রাম	৯৬	১৪৪	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
০৫	শকুনী	১১১	১১৬২	মাদারীপুর সদর	মাদারীপুর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো. আব্দুর রহমান
উপ-সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা

আদেশাবলি

তারিখ : ১০ ফাল্গুন ১৪২৬/২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.০২৭.১২৬.১৯-১৩৯—যেহেতু ডাঃ ফারহানা রহমান (১২০৬৬১), মেডিকেল অফিসার, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা প্রেষণে-ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা গত ২৫-০৪-২০১৭ হতে ০৪-০৯-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত মোট ০১ বছর ০৪ মাস ০৯ দিন কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত ছিলেন বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায়ে ২৯-১০-২০১৯ তারিখের ৪৫.০০.০০০০.১২২. ০২৭. ১২৬. ১৯-৬১৫ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ১৮-০২-২০২০ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ ফারহানা রহমান (১২০৬৬১) ব্যক্তিগত শুনানীতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ জন্য তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, ডাঃ ফারহানা রহমান (১২০৬৬১), মেডিকেল অফিসার, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা প্রেষণে- ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়াদি বিবেচনায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি অনুযায়ী তার ০১ (এক)টি বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি আগামী ০১ বছরের জন্য স্থগিত করার লঘু দণ্ড আরোপ করা হলো এবং তার বিভাগীয় মামলাটি নিস্পত্তি করা হলো। তার অনুপস্থিতকালীন গত ২৫-০৪-২০১৭ হতে ০৪-০৯-২০১৮ তারিখ পর্যন্ত মোট ০১ বছর ০৪ মাস ০৯ দিন বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল। তিনি ভবিষ্যতে কোন বকেয়া প্রাপ্য সুবিধাদি দাবি করতে পারবেন না।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.০২৭.১৩৩.২০১৯-১৩৮—যেহেতু, ডাঃ শেখ আব্দুল মোমেন (১০৮৭৫৭), সহকারী অধ্যাপক, প্যাথলজি, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা গত ১৫-০৬-২০১৯ তারিখ হতে অদ্যাবধি অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায়ে ২৭-১০-২০১৯ তারিখের ৪৫.০০.০০০০. ১২২.০২৭.১৩৩.২০১৯-৬০৬ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, গত ০৩-১২-২০১৯ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

সেহেতু, ডাঃ শেখ আব্দুল মোমেন (১০৮৭৫৭), সহকারী অধ্যাপক, প্যাথলজি, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানী সন্তোষজনক হওয়ায় তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৩২.২০১৭-১৩৬—যেহেতু, ডাঃ মোঃ আরিফুর রহমান (১১১০১৩), জুনিয়র কনসালটেন্ট, কার্ডিওলজি, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা গত ২১-১১-২০১৬ তারিখে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরেবাংলা নগর, ঢাকায় চামেলী দাস নামে জনৈক রোগীর সঠিক Diagnosis এ উপনীত না হয়ে এনজিওগ্রাম ও এনজিওপ্লাস্টি করার কাজে সহযোগিতা এবং রোগীকে যথাযথ পর্যবেক্ষণ না করার ফলে ঐ তারিখ রাতে রোগী মৃত্যুবরণ করেন। যেহেতু মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক উক্ত মৃত্যুর বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদ তদন্ত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। যেহেতু তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী তিনি রোগী চামেলী দাসের এনজিওগ্রাম ও এনজিওপ্লাস্টির পূর্বে রোগের লক্ষণ ও রিপোর্ট পর্যালোচনা করে একটি সঠিক Diagnosis-এ উপনীত না হয়ে এনজিওগ্রাম ও এনজিওপ্লাস্টির মত ঝুঁকিপূর্ণ চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা গ্রহণে সহযোগিতা করে কর্তব্য কাজে ও দায়িত্বে চরম অবহেলা প্রদর্শন করেন এবং ইউনিটের কার্যক্রমে জুনিয়র কনসালটেন্ট হিসেবে তাঁর সম্পৃক্তার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে মর্মে তদন্ত কমিটি মতামত প্রদান করায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' (বর্তমানে সরকারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ') এর দায়ে ০৪-০৫-২০১৭ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৩২.২০১৭-২২৬ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করার পর তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তান্তে "সমস্ত তথ্য প্রমাণ, দলিলাদি এবং অভিযুক্ত ডাঃ মোঃ আরিফুর রহমান (১১১০১৩) এর মৌখিক ও লিখিত সাক্ষ্য পর্যালোচনা পূর্বক তদন্ত কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, রোগী চামেলী দাসের মৃত্যুতে ডাঃ আরিফুর রহমান (১১১০১৩) এর কর্তব্য কর্মে অবহেলা বা দায়িত্বহীনতার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি এবং উক্ত রোগীর মৃত্যুর ঘটনায় তার সম্পৃক্ততার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি" মর্মে মতামত প্রদান করেছেন;

সেহেতু, ডাঃ মোঃ আরিফুর রহমান (১১১০১৩), জুনিয়র কনসালটেন্ট, কার্ডিওলজি, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' (বর্তমানে সরকারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ') এর অভিযোগ তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ০৪-০৫-২০১৭ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৩২.২০১৭-২২৬ নং স্মারকে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.০০.০০০০.১২২.০২৭.০৭০.১৯-১৩৭—যেহেতু, ডাঃ জায়দা জালাল সরকার (১২০৫২৭), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সরিষাবাড়ী, জামালপুর সংযুক্তঃ কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা গত ০৪-০৮-২০১৬ তারিখ হতে ১৫ (পনের) দিনের মঞ্জুরিকৃত বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি ভোগের পর ১৯-০৮-২০১৬ তারিখ হতে অদ্যাবধি অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায়ে ০৫-০৮-২০১৯ তারিখের ৪৫.০০.০০০০.১২২.০২৭.০৭০.১৯-৪৪০ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ১৮-০২-২০২০ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ জায়দা জালাল সরকার (১২০৫২৭) ব্যক্তিগত শুনানীতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং এ জন্য তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, ডাঃ জায়দা জালাল সরকার (১২০৫২৭), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সরিষাবাড়ী, জামালপুর সংযুক্তঃ কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়াদি বিবেচনায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি অনুযায়ী তার ০২ (দুই)টি বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি আগামী ০২ বছরের জন্য স্থগিত করার লঘু দন্ড আরোপ করা হলো এবং তার বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো। তার ১৯-০৮-২০১৬ হতে ২০-০১-২০২০ পর্যন্ত মোট ৩ বছর ৫ মাস ১ দিন অনুপস্থিতি বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল। তিনি ভবিষ্যতে কোন বকেয়া প্রাপ্য সুবিধা দাবি করতে পারবেন না।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৩২.২০১৭-১৩৫—যেহেতু, ডাঃ মনোরঞ্জন খান (৩৫৩৪৭), সিনিয়র কনসালটেন্ট, কার্ডিওলজি, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা গত ২১-১১-২০১৬ তারিখে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরেবাংলা নগর, ঢাকায় চামেলী দাস নামে জনৈক রোগীর সঠিক Diagnosis এ উপনীত না হয়ে এনজিওগ্রাম ও এনজিওপ্লাস্টি করার কাজে সহযোগিতা এবং রোগীকে যথাযথ পর্যবেক্ষণ না করার ফলে ঐ তারিখ রাতে রোগী মৃত্যুবরণ করেন। যেহেতু মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক উক্ত মৃত্যুর বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদ তদন্ত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। যেহেতু তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী তিনি রোগী চামেলী দাসের এনজিওগ্রাম ও এনজিওপ্লাস্টির পূর্বে রোগের লক্ষণ ও রিপোর্ট পর্যালোচনা করে একটি সঠিক Diagnosis-এ উপনীত না হয়ে এনজিওগ্রাম ও এনজিওপ্লাস্টির মত ঝুঁকিপূর্ণ চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা গ্রহণে সহযোগিতা করে কর্তব্য কাজে ও দায়িত্বে চরম অবহেলা প্রদর্শন করেন এবং ইউনিটের কার্যক্রমে সিনিয়র কনসালটেন্ট হিসেবে তাঁর সম্পৃক্ততার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে মর্মে তদন্ত কমিটি মতামত প্রদান করায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' (বর্তমানে সরকারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ') এর দায়ে ০৪-০৫-২০১৭ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭. ০১.০০. ০৩২. ২০১৭-২২৫ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করার পর তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য তদন্ত কর্মককর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তান্তে "সমস্ত তথ্য প্রমাণ, দলিলাদি এবং অভিযুক্ত ডাঃ মনোরঞ্জন খান (৩৫৩৪৭) এর মৌখিক ও লিখিত সাক্ষ্য পর্যালোচনা পূর্বক তদন্ত কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, রোগী চামেলী দাসের মৃত্যুতে ডাঃ মনোরঞ্জন খান (৩৫৩৪৭) এর কর্তব্য কর্মে অবহেলা বা দায়িত্বহীনতার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি এবং উক্ত রোগীর মৃত্যুর ঘটনায় তার সম্পৃক্ততার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি" মর্মে মতামত প্রদান করেছেন;

সেহেতু, ডাঃ মনোরঞ্জন খান (৩৫৩৪৭), সিনিয়র কনসালটেন্ট, কার্ডিওলজি, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' (বর্তমানে সরকারি ((শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ') এর অভিযোগ তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ০৪-০৫-২০১৭ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০. ০৩২.২০১৭-২২৫ নং স্মারকে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৮৬.২০১৫-১৪০—যেহেতু, ডাঃ কাজী আবুল হাসান (৩১২১১), অবসর-উত্তর ছুটি ভোগরত অধ্যাপক (চঃ দাঃ), পেডিয়াট্রিক কার্ডিয়াক সার্জারী, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা "৮ম বিসিএস-এর মাধ্যমে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে ২০-১২-১৯৮৯ তারিখে সহকারী সার্জন হিসেবে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন এবং পরবর্তীতে প্রকল্পে সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েও রাজস্ব খাতের পূর্বপদ হতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়ে গত ২৩-০৯-২০০৩ তারিখে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে যোগদান করেন। যেহেতু তিনি প্রকল্পে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে এবং ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তা না হয়েও ৮ম বিসিএস এর একজন কর্মকর্তা হিসেবে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতির আবেদন করেন এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সুপারিশের আলোকে তাকে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। যেহেতু তথ্য গোপন করে তার পদোন্নতি প্রাপ্তির বিষয়টি কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হলে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্পে নিয়োগের বিষয়টি গোপন করে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির পাওয়ার বিষয়টি প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে" বিধায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' (বর্তমানে সরকারি (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ') এর দায়ে ২৬-০১-২০১৬ তারিখের ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৮৬.২০১৫-৭১নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ১৮-০২-২০২০ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ কাজী আবুল হাসান (৩১২১১) ব্যক্তিগত শুনানীতে সন্তোষজনক জবাব প্রদান করেছেন;

সেহেতু, ডাঃ কাজী আবুল হাসান (৩১২১১), অবসর-উত্তর ছুটি ভোগরত অধ্যাপক (চঃ দাঃ), পেডিয়াট্রিক কার্ডিয়াক সার্জারী, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ (বর্তমানে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ') অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি বিধায় 'অসদাচরণ' এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আসাদুল ইসলাম
সচিব।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
জনবল ব্যবস্থাপনা শাখা-১

শোকবার্তা

তারিখ : ১৭ ফাল্গুন ১৪২৬/০১ মার্চ ২০২০

নং ১৭.০০.০০০০.০১৫.৫৫.২৭০.০৫-৯৯—নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ মোখলেছুর রহমান, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, জামালপুর ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখ ভোর ৪.২৫ ঘটিকায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৩ বছর ০১ মাস ১৭ দিন।

মরহুম মোহাম্মদ মোখলেছুর রহমান ১৯৭৭ সালের ১০ জানুয়ারি গাজীপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি,এ (অনার্স) ও এম,এ, ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ০৭ সেপ্টেম্বর ২০০৫ সালে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনে যোগদান করেন।

মোহাম্মদ মোখলেছুর রহমান সৎ, নিষ্ঠাবান, সাহসী, বন্ধুবৎসল, সদালাপী ও অমায়িক ব্যক্তিত্বের অধিকারী কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি স্ত্রী, দুই সন্তান, আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন মোহাম্মদ মোখলেছুর রহমান এর অকাল মৃত্যুতে গভীর দুঃখ ও শোক প্রকাশসহ তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছে এবং মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোঃ আলমগীর
সিনিয়র সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-৬

পরিপত্র

তারিখ : ০৬ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং **২৫.০০.০০০০.০১৯.০৫.০১.২০১৮(অংশ-২)-১১৮**—গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় তার অধিনস্থ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক, সিডিএ) সমূহে ঝুঁকিভিত্তিক নকশা অনুমোদন পদ্ধতির প্রবর্তন করতে যাচ্ছে। সকল ইমারতের অনুমোদন পদ্ধতি ২ (দুই)টি ভাগে বিভক্ত হবে :- ক) কম ঝুঁকিপূর্ণ নির্মাণ অনুমোদন পদ্ধতি, খ) মধ্যম-উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ নির্মাণ অনুমোদন পদ্ধতি।

২। কম ঝুঁকিপূর্ণ নির্মাণ অনুমোদন আবেদনের সাথে নিম্ন লিখিত ছাড়পত্র/অনুমতিপত্র/প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে না :

ক) ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে ম্যাপ;

খ) বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র (প্রস্তাবিত জমি হেরিটেজ স্থাপনার ২৫০ মিঃ দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত হলে বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র লাগবে);

গ) সয়েল টেস্ট প্রতিবেদন;

ঘ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ছাড়পত্র (সিটি কর্পোরেশন, ওয়ার্ড কমিশনার, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি);

ঙ) পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র;

চ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ছাড়পত্র;

ছ) বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/ কোম্পানির ছাড়পত্র;

জ) পানি উন্নয়ন বোর্ড ও ওয়াসা এর ছাড়পত্র;

কম ঝুঁকিপূণ (Low Risk) ভবনসমূহ :

ক্রম	ইমারতের ধরন/ব্যবহার	শর্তসমূহ
১।	আবাসিক ভবন	ক) অকুপেন্সি টাইপ এ১ (Occupancy type A-1) (একক পরিবার বাড়ি); খ) জমির পরিমাণ ২(দুই) কাঠার কম হবে (১৩৫ বর্গমিটার); গ) সর্বোচ্চ ৩(তিন) তলাবিশিষ্ট ভবন (উচ্চতা-১০ মিটার); ঘ) ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৬(ছয়) জনের বেশি হবে না; ঙ) উক্ত ইমারত শুধু মাত্র আবাসিক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে;
২।	কম দাহ্য পদার্থের গুদাম এবং ওয়্যারহাউজ	ক) সর্বোচ্চ ৩(তিন) তলাবিশিষ্ট ভবন (উচ্চতা-১৩ মিটার); খ) ভবনের সর্বমোট ফ্লোর এরিয়া ১৩৩৮ বঃমিঃ এর বেশি হবে না; গ) ভবনে কোন ধরনের গ্যাস সংযোগ/গ্যাস সিলিন্ডার রাখা যাবে না; ঘ) এ ধরনের বিল্ডিং শুধুমাত্র কম দাহ্য পণ্য, সুতা, গার্মেন্টসজাত পণ্য এর গুদামঘর হিসেবে ব্যবহার করা যাবে; ঙ) এ ধরনের ভবন ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর অকুপেন্সি টাইপ-জে (Occupancy type-J) (বিপজ্জনক ব্যবহারের ভবন) হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না;

৩। সর্বোচ্চ ৭(সাত) কর্মদিবসের মধ্যে কম ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র প্রদান করতে হবে।

৪। সর্বোচ্চ ৭(সাত) কর্মদিবসের মধ্যে কম ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের নির্মাণ অনুমোদন করতে হবে (নির্মাণ অনুমোদনের ক্ষেত্রে পরিদর্শন প্রতিবেদনের প্রয়োজন হবে না) এবং ৫(পাঁচ) কর্মদিবসের মধ্যে অকুপেন্সি সার্টিফিকেট (Occupancy Certificate) প্রদান করতে হবে।

৫। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

লুৎফুন নাহার
উপসচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং **২৫.০০.০০০০.০১৯.০৫.০১.২০১৮(অংশ-২)-১১৯**—গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ০৬-০৩-২০১৮ তারিখের প্রঃ শাঃ৬/৯৯/১৪৪ নম্বর স্মারক বাতিলপূর্বক বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন এ্যাক্ট-১৯৫২ এর ৩(১) ধারা অনুসারে কম ঝুঁকিপূর্ণ (Low Risk) ইমারতের নকশা সংশ্লিষ্ট অথরাইজড অফিসার কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

০২। বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন এ্যাক্ট-১৯৫২ এর ৩(২) ধারায় বর্ণিত ক্ষমতাবলে উক্ত এ্যাক্টের ৩(১) ও ধারা-৯ অনুযায়ী এবং ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, অপসারণ ও সংরক্ষণ) বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি-৩০ ও ৩১ অনুসরণে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অথরাজইড অফিসারের ক্ষমতা প্রয়োগের নিমিত্ত কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত ৮ (আট)টি জোনে ২৪টি এবং প্রধান কার্যালয়ের ০২টিসহ মোট ২৬টি কমিটি পুনগর্ঠন করা হলো :

কম ঝুঁকিপূর্ণ (Low Risk) ইমারতের নকশা ব্যতীত ৮(আট) তলা পর্যন্ত ইমারতের নকশা অনুমোদন সংক্রান্ত বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন (বিসি) কমিটিসমূহ :

জোন-১ (অঞ্চল: আশুলিয়া, ধামসোনা)			
সাবজোন: ১/১			
১	পরিচালক (জোন-১)	রাজউক	সভাপতি
২	জনাব মোঃ হাফিজুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)	রাজউক	সদস্য
৩	জনাব কাজী সাঈদ মোর্শেদ, সহকারী স্থপতি	রাজউক	সদস্য
৪	জনাব সুর্বণা মিতুয়া, সহকারী নগর পরিকল্পনাবিদ	রাজউক	সদস্য
৫	অথরাইজড অফিসার, সাবজোন-১/১	রাজউক	সদস্য-সচিব
সাবজোন: ১/২			
১	পরিচালক (জোন-১)	রাজউক	সভাপতি
২	জনাব মোঃ হাফিজুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)	রাজউক	সদস্য
৩	জনাব কাজী সাঈদ মোর্শেদ, সহকারী স্থপতি	রাজউক	সদস্য
৪	জনাব সুর্বণা মিতুয়া, সহকারী নগর পরিকল্পনাবিদ	রাজউক	সদস্য
৫	অথরাইজড অফিসার, সাবজোন-১/২	রাজউক	সদস্য-সচিব
সাবজোন: ১/৩			
১	পরিচালক (জোন-১)	রাজউক	সভাপতি
২	জনাব মোঃ হাফিজুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)	রাজউক	সদস্য
৩	জনাব কাজী সাঈদ মোর্শেদ, সহকারী স্থপতি	রাজউক	সদস্য
৪	জনাব সুর্বণা মিতুয়া, সহকারী নগর পরিকল্পনাবিদ	রাজউক	সদস্য
৫	অথরাইজড অফিসার, সাবজোন-১/৩	রাজউক	সদস্য-সচিব
জোন-২ (অঞ্চল: উত্তরা, টঙ্গী, গাজীপুর)			
সাবজোন: ২/১			
১	পরিচালক (জোন-২)	রাজউক	সভাপতি
২	জনাব এস এম এহসান জামিল, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)	রাজউক	সদস্য
৩	জনাব শারমিন আক্তার ফারজানা, সহকারী স্থপতি	রাজউক	সদস্য
৪	জনাব সাঈদ রেজাউল হক, সহকারী নগর পরিকল্পনাবিদ	রাজউক	সদস্য
৫	অথরাইজড অফিসার, সাবজোন-২/৩	রাজউক	সদস্য-সচিব
সাবজোন: ২/২			
১	পরিচালক (জোন-২)	রাজউক	সভাপতি
২	জনাব এস এম এহসান জামিল, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)	রাজউক	সদস্য
৩	জনাব শারমিন আক্তার ফারাজানা, সহকারী স্থপতি	রাজউক	সদস্য
৪	জনাব সাঈদ রেজাউল হক, সহকারী নগর পরিকল্পনাবিদ	রাজউক	সদস্য
৫	অথরাইজড অফিসার, সাবজোন-২/২	রাজউক	সদস্য-সচিব

সাবজোন: ২/৩			
১	পরিচালক (জোন-২)	রাজউক	সভাপতি
২	জনাব এস এম এহসান জামিল, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)	রাজউক	সদস্য
৩	জনাব শারমিন আক্তার ফারাজানা, সহকারী স্থপতি	রাজউক	সদস্য
৪	জনাব সাঈদ রেজাউল হক, সহকারী নগর পরিকল্পনাবিদ	রাজউক	সদস্য
৫	অথরাইজড অফিসার, সাবজোন-২/৩	রাজউক	সদস্য-সচিব
জোন-৩ (অঞ্চল: মিরপুর, সাভার)			
সাবজোন: ৩/১			
১	পরিচালক (জোন-৩)	রাজউক	সভাপতি
২	জনাব খন্দকার ওয়াহিদ সাদিক, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)	রাজউক	সদস্য
৩	জনাব মোঃ সাব্বির আহম্মেদ, সহকারী স্থপতি	রাজউক	সদস্য
৪	জনাব নুর ই খোদা, উপনগর পরিকল্পনাবিদ	রাজউক	সদস্য
৫	অথরাইজড অফিসার, সাবজোন-৩/১	রাজউক	সদস্য-সচিব
সাবজোন: ৩/২			
১	পরিচালক (জোন-৩)	রাজউক	সভাপতি
২	জনাব খন্দকার ওয়াহিদ সাদিক, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)	রাজউক	সদস্য
৩	জনাব মোঃ সাব্বির আহম্মেদ, সহকারী স্থপতি	রাজউক	সদস্য
৪	জনাব কামরুল হাসান সোহাগ, উপনগর পরিকল্পনাবিদ	রাজউক	সদস্য
৫	অথরাইজড অফিসার, সাবজোন-৩/৩	রাজউক	সদস্য-সচিব
সাবজোন: ৩/৩			
১	পরিচালক (জোন-৩)	রাজউক	সভাপতি
২	জনাব খন্দকার ওয়াহিদ সাদিক, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)	রাজউক	সদস্য
৩	জনাব মোঃ সাব্বির আহম্মেদ, সহকারী স্থপতি	রাজউক	সদস্য
৪	জনাব কামরুল হাসান সোহাগ, উপনগর পরিকল্পনাবিদ	রাজউক	সদস্য
৫	অথরাইজড অফিসার, সাবজোন-৩/৩	রাজউক	সদস্য-সচিব
জোন-৪ (অঞ্চল: গুলশান, মহাখালী, পূর্বাচল)			
সাবজোন: ৪/১			
১	পরিচালক (জোন-৪)	রাজউক	সভাপতি
২	জনাব ডঃ সাবের আহমেদ, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)	রাজউক	সদস্য
৩	জনাব কাজী সাঈদ মোর্শেদ, সহকারী স্থপতি	রাজউক	সদস্য
৪	জনাব কামরুল হাসান সোহাগ, উপনগর পরিকল্পনাবিদ	রাজউক	সদস্য
৫	অথরাইজড অফিসার, সাবজোন-৪/১	রাজউক	সদস্য-সচিব
সাবজোন: ৪/২			
১	পরিচালক (জোন-৪)	রাজউক	সভাপতি
২	জনাব ডঃ সাবের আহমেদ, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)	রাজউক	সদস্য
৩	জনাব কাজী সাঈদ মোর্শেদ, সহকারী স্থপতি	রাজউক	সদস্য
৪	জনাব কামরুল হাসান সোহাগ, উপনগর পরিকল্পনাবিদ	রাজউক	সদস্য
৫	অথরাইজড অফিসার, সাবজোন-৪/২	রাজউক	সদস্য-সচিব
সাবজোন: ৪/৩			
১	পরিচালক (জোন-৪)	রাজউক	সভাপতি
২	জনাব ডঃ সাবের আহমেদ, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)	রাজউক	সদস্য
৩	জনাব কাজী সাঈদ মোর্শেদ, সহকারী স্থপতি	রাজউক	সদস্য
৪	জনাব কামরুল হাসান সোহাগ, উপনগর পরিকল্পনাবিদ	রাজউক	সদস্য
৫	অথরাইজড অফিসার, সাবজোন-৪/৩	রাজউক	সদস-সচিব

জোন-৫ (অঞ্চল: ধানমন্ডি, লালবাগ)			
সাবজোন: ৫/১			
১	পরিচালক (জোন-৫)	রাজউক	সভাপতি
২	জনাব রাহাত মোসলেমিন, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)	রাজউক	সদস্য
৩	জনাব মঈনুল হক, সহকারী স্থপতি	রাজউক	সদস্য
৪	জনাব আবু কাউসার, সহকারী নগর পরিকল্পনাবিদ	রাজউক	সদস্য
৫	অথরাইজড অফিসার, সাবজোন-৫/১	রাজউক	সদস্য-সচিব
সাবজোন: ৫/২			
১	পরিচালক (জোন-৫)	রাজউক	সভাপতি
২	জনাব রাহাত মোসলেমিন, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)	রাজউক	সদস্য
৩	জনাব মঈনুল হক, সহকারী স্থপতি	রাজউক	সদস্য
৪	জনাব আবু কাউসার, সহকারী নগর পরিকল্পনাবিদ	রাজউক	সদস্য
৫	অথরাইজড অফিসার, সাবজোন-৫/২	রাজউক	সদস্য-সচিব
সাবজোন: ৫/৩			
১	পরিচালক (জোন-৫)	রাজউক	সভাপতি
২	জনাব রাহাত মোসলেমিন, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)	রাজউক	সদস্য
৩	জনাব মঈনুল হক, সহকারী স্থপতি	রাজউক	সদস্য
৪	জনাব আবু কাউসার, সহকারী নগর পরিকল্পনাবিদ	রাজউক	সদস্য
৫	অথরাইজড অফিসার, সাবজোন-৫/৩	রাজউক	সদস্য-সচিব
জোন-৬ (অঞ্চল: মতিঝিল, ভুলতা)			
সাবজোন: ৬/১			
১	পরিচালক (জোন-৬)	রাজউক	সভাপতি
২	জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক সরকার, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)	রাজউক	সদস্য
৩	জনাব শারমিন আক্তার ফারজানা, সহকারী স্থপতি	রাজউক	সদস্য
৪	জনাব শাহ নেওয়াজ হক, উপনগর পরিকল্পনাবিদ	রাজউক	সদস্য
৫	অথরাইজড অফিসার, সাবজোন-৬/১	রাজউক	সদস্য-সচিব
সাবজোন: ৬/২			
১	পরিচালক (জোন-৬)	রাজউক	সভাপতি
২	জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক সরকার, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)	রাজউক	সদস্য
৩	জনাব শারমিন আক্তার ফারজানা, সহকারী স্থপতি	রাজউক	সদস্য
৪	জনাব শাহ নেওয়াজ হক, উপনগর পরিকল্পনাবিদ	রাজউক	সদস্য
৫	অথরাইজড অফিসার, সাবজোন-৬/২	রাজউক	সদস্য-সচিব
সাবজোন: ৬/৩			
১	পরিচালক (জোন-৬)	রাজউক	সভাপতি
২	জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক সরকার, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)	রাজউক	সদস্য
৩	জনাব শারমিন আক্তার ফারজানা, সহকারী স্থপতি	রাজউক	সদস্য
৪	জনাব শাহ নেওয়াজ হক, উপনগর পরিকল্পনাবিদ	রাজউক	সদস্য
৫	অথরাইজড অফিসার, সাবজোন-৬/৩	রাজউক	সদস্য-সচিব
জোন-৭ (অঞ্চল: সূত্রাপুর, কেরাণীগঞ্জ, ঝিলমিল)			
সাবজোন: ৭/১			
১	পরিচালক (জোন-৭)	রাজউক	সভাপতি
২	জনাব খন্দকার আবু সাঈদ, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)	রাজউক	সদস্য
৩	জনাব মঈনুল হক, সহকারী স্থপতি	রাজউক	সদস্য
৪	জনাব রুবিনা ইসলাম, সহকারী নগর পরিকল্পনাবিদ	রাজউক	সদস্য
৫	অথরাইজড অফিসার, সাবজোন-৭/১	রাজউক	সদস্য-সচিব

সাবজোন: ৭/২			
১	পরিচালক (জোন-৭)	রাজউক	সভাপতি
২	জনাব খন্দকার আবু সাঈদ, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)	রাজউক	সদস্য
৩	জনাব মঈনুল হক, সহকারী স্থপতি	রাজউক	সদস্য
৪	জনাব রুবিনা ইসলাম, সহকারী নগর পরিকল্পনাবিদ	রাজউক	সদস্য
৫	অথরাইজড অফিসার, সাবজোন-৭/৩	রাজউক	সদস্য-সচিব
সাবজোন: ৭/৩			
১	পরিচালক (জোন-৭)	রাজউক	সভাপতি
২	জনাব খন্দকার আবু সাঈদ, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)	রাজউক	সদস্য
৩	জনাব মঈনুল হক, সহকারী স্থপতি	রাজউক	সদস্য
৪	জনাব রুবিনা ইসলাম, সহকারী নগর পরিকল্পনাবিদ	রাজউক	সদস্য
৫	অথরাইজড অফিসার, সাবজোন-৭/৩	রাজউক	সদস্য-সচিব
জোন-৮ (অঞ্চল: নারায়ণগঞ্জ, ডেমরা, সোনারগাঁও)			
সাবজোন: ৮/১			
১	পরিচালক (জোন-৮)	রাজউক	সভাপতি
২	জনাব মোহাম্মদ কায়সার, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)	রাজউক	সদস্য
৩	জনাব মোঃ সাব্বির আহম্মেদ, সহকারী স্থপতি	রাজউক	সদস্য
৪	জনাব নুর ই খোদা, উপনগর পরিকল্পনাবিদ	রাজউক	সদস্য
৫	অথরাইজড অফিসার, সাবজোন-৮/১	রাজউক	সদস্য-সচিব
সাবজোন: ৮/২			
১	পরিচালক (জোন-৮)	রাজউক	সভাপতি
২	জনাব মোহাম্মদ কায়সার, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)	রাজউক	সদস্য
৩	জনাব মোঃ সাব্বির আহম্মেদ, সহকারী স্থপতি	রাজউক	সদস্য
৪	জনাব নুর ই খোদা, উপনগর পরিকল্পনাবিদ	রাজউক	সদস্য
৫	অথরাইজড অফিসার, সাবজোন-৮/৩২	রাজউক	সদস্য-সচিব
সাবজোন: ৮/৩			
১	পরিচালক (জোন-৮)	রাজউক	সভাপতি
২	জনাব মোহাম্মদ কায়সার, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল)	রাজউক	সদস্য
৩	জনাব মোঃ সাব্বির আহম্মেদ, সহকারী স্থপতি	রাজউক	সদস্য
৪	জনাব নুর ই খোদা, উপনগর পরিকল্পনাবিদ	রাজউক	সদস্য
৫	অথরাইজড অফিসার, সাবজোন-৮/৩	রাজউক	সদস্য-সচিব

(Low Risk) ইমারতের নকশা ব্যতীত ০৯(নয়) তলা ও তদূর্ধ্ব ইমারতের নকশা অনুমোদন সংক্রান্ত (বিসি) কমিটিসমূহ :

অঞ্চল-"ক" (এলাকা: জোন-১ হতে জোন-৪ পর্যন্ত)

১	সদস্য (পরিকল্পনা)	রাজউক	সভাপতি
২	পরিচালক (উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ-১)	রাজউক	সদস্য
৩	জনাব মোঃ মোবারক হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সিভিল)	রাজউক	সদস্য
৪	জনাব মোস্তাক আহম্মেদ, উপ-নগর স্থপতি	রাজউক	সদস্য
৫	অথরাইজড অফিসার, সংশ্লিষ্ট সাবজোন	রাজউক	সদস্য-সচিব

অঞ্চল- "খ" (এলাকা: জোন-৫ হতে জোন-৮ পর্যন্ত)			
১	সদস্য (উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ)	রাজউক	সভাপতি
২	পরিচালক (উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ-২)	রাজউক	সদস্য
৩	জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সিভিল)	রাজউক	সদস্য
৪	জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ ইমরান হোসেন, উপ-স্থপতি	রাজউক	সদস্য
৫	অথরাইজড অফিসার, সংশ্লিষ্ট সাবজোন	রাজউক	সদস্য-সচিব

শর্তসমূহ :

(ক) সপ্তাহে বি.সি. কমিটির কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে;

(খ) কমিটির সভার জন্য কোরামের সদস্য সংখ্যা হবে ৩ (তিন) জন। কমিটির সকল সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হতে হবে;

(গ) বি.সি. কমিটির কোনো একজন সভাপতি এর অনুপস্থিতিতে তার Leave Substitute অন্তবর্তীকালীন সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন;

(ঘ) বি.সি. কমিটির কোনো সদস্য সচিবের অনুপস্থিতিতে তার Leave Substitute অন্তবর্তীকালীন সদস্য-সচিব এর দায়িত্ব পালন করবেন;

(ঙ) কমিটির মেয়াদ কাল হবে ৩ (তিন) বছর।

৩। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

লুৎফুন নাহার
উপসচিব।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
জাহাজ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৫ মাঘ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/১৯ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিঃ

নং **১৮.০০.০০০০.০২৪.০৬.০০১.১৯-২৩**—নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৩০-০৯-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর এর সার্বিক উন্নয়ন, আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার ২নং সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১৯৯৮খ্রিঃ সন হতে এ যাবত বিদেশের বন্দরে পলাতক ও শৃঙ্খলা ভংগের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়ে সিডিসি বাতিলকৃত নাবিকদের (রেটিং) ডেফার্ড ক্রেডিট ও গ্র্যাচুয়িটি স্কীমের দাবিদার বিহীন টাকা এতদ্দ্বারা বাজেয়াপ্ত করা হলো।

২। শিপিং মাস্টার, সরকারি সমুদ্র পরিবহন অফিস, চট্টগ্রাম উক্ত বাজেয়াপ্তকৃত অর্থ রূপালী ব্যাংক লিঃ, নিউমার্কেট শাখা, চট্টগ্রাম এ "সীমান্স ওয়েলফেয়ার ফান্ড" শিরোনামাধীন সঞ্চয়ী হিসাব নং-১০৬৭৪ মূলে জমা করে একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা পরিচালক, নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর বরাবরে প্রেরণ করবে।

৩। ভবিষ্যতে কোনো নাবিক বিদেশের বন্দরে পলায়ন করলে বা শৃঙ্খলা ভংগের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হলে সিডিসি বাতিল হয়ে তাদের ডেফার্ড ক্রেডিট ও গ্র্যাটুয়িটি স্কীমের টাকা প্রত্যেক অর্থ বছরের ৩০ শে জুন এর পরে ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে সীম্যান্স ওয়েলফেয়ার ফান্ডের হিসাবে জমা করে প্রতিবেদন নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তরে প্রেরণ করবে।

৪। ইহা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে জারি করা হল।

এ.টি.এম. আজহারুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

তথ্য মন্ত্রণালয়
চলচ্চিত্র-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২০ মাঘ ১৪২৬/০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০

নং **১৫.০০.০০০০.০২৭.৩১.০৩০.১৪.৪৫**—চলচ্চিত্র শিল্পে মেধা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা এবং বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মানবীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন জীবনমুখী, রুচিশীল ও শিল্পমানসমৃদ্ধ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়ত প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সরকারি অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে প্রাপ্ত প্যাকেজ প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য নিম্নরূপভাবে **'স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদান কমিটি'** গঠন করা হলো :

সভাপতি

০১ মাননীয় মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

০২ ডাঃ মোঃ মুরাদ হাসান, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

০৩ সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

০৪ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা।

০৫ অধ্যাপক মঈনুদ্দিন খালেদ, চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষক

০৬ বেগম সারা যাকের, বিশিষ্ট অভিনেত্রী,

০৭ জনাব মসিহউদ্দিন শাকের, চলচ্চিত্র পরিচালক

০৮ জনাব অমিতাভ রেজা, চলচ্চিত্র নির্মাতা।

সদস্য-সচিব

০৯ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও চলচ্চিত্র), তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা

০২। **কমিটির কার্যপরিধি :**

(ক) ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সরকারি অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত **'স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদান বাছাই কমিটি'** এর সুপারিশ পর্যালোচনা করবে;

(খ) সুপারিশ পর্যালোচনান্তে সরকার কর্তৃক প্রণীত 'স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নিয়মাবলী-২০১২ (সংশোধিত) (ইতোমধ্যে এ নিয়মাবলী সংশোধন হলে উক্ত সংশোধিত নিয়মাবলী) এর আলোকে অনুদান প্রদানের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে;

(গ) নীতিমালার আলোকে ইতঃপূর্বে অনুদান প্রাপ্ত চলচ্চিত্রসহ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অনুদান প্রাপ্ত চলচ্চিত্রের চূড়ান্ত কিস্তি ছাড়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

(ঘ) কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত কোন সদস্য ২০১৯-২০২০ সালে সরকারি অনুদান প্রাপ্তির জন্য চলচ্চিত্রের স্ক্রিপ্ট জমা প্রদান করে থাকলে তিনি অনুদানের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

নং **১৫.০০.০০০০.০২৭.৩১.০৩০.১৪.৪৬**—চলচ্চিত্র শিল্পে মেধা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা এবং বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতি সমুন্নত রাখারা লক্ষ্যে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মানবীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন জীবনমুখী, রুচিশীল ও শিল্পমানসমৃদ্ধ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সরকারি অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে প্রাপ্ত প্যাকেজ প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা করে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য নিম্নরূপভাবে **'স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদান বাছাই কমিটি'** গঠন করা হলো :

সভাপতি

০১ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও চলচ্চিত্র), তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

০২ মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা

০৩ যুগ্মসচিব (চলচ্চিত্র), তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা

০৪ মিজ রিফফাত ফেরদৌস, চেয়ারম্যান, ডিপার্টমেন্ট অব টেলিভিশন, ফিল্ম এন্ড ফটোগ্রাফী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

০৫ জনাব জাহিদুর রহিম অঞ্জন, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা

০৬ মিজ ওয়াহিদা মল্লিক জলি, বিশিষ্ট অভিনেত্রী

সদস্য-সচিব

০৭ উপসচিব (চলচ্চিত্র-২), তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা

২। **কমিটির কার্যপরিধি :**

(ক) অনুদান প্রদানের জন্য সরকার কর্তৃক প্রণীত 'স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নিয়মাবলী-২০১২' (সংশোধিত) (ইতোমধ্যে এ নিয়মাবলি সংশোধন হলে উক্ত সংশোধিত নিয়মাবলী) এর ভিত্তিতে কমিটি প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ বাছাই করবে;

(খ) কমিটি প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা করে গুণগত মানের ভিত্তিতে অনুদান প্রদানের নিমিত্ত প্রতিটির জন্য পৃথক পৃথক মন্তব্যসহ সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করে চিত্রনাট্যের মূলকপিসহ একটি প্রতিবেদন তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর দাখিল করবে;

(গ) কমিটি প্রথম সভা অনুষ্ঠানের তারিখ থেকে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান করবে;

(ঘ) বাছাই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত কোন সদস্য ২০১৯-২০২০ সালে সরকারি অনুদান প্রাপ্তির জন্য চলচ্চিত্রের স্ক্রিপ্ট জমা প্রদান করে থাকলে তিনি অনুদানের জন্য চলচ্চিত্র বাছাই কার্যক্রম অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

(ঙ) সদস্য-সচিব কমিটিকে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবেন।

নং **১৫.০০.০০০০.০২৭.৩১.০৩০.১৪.৪৩**—চলচ্চিত্র শিল্পে মেধা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা এবং বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মানবীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন জীবনমুখী, রুচিশীল ও শিল্পমানসমৃদ্ধ পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়ত প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সরকারি অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে প্রাপ্ত প্যাকেজ প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য নিম্নরূপভাবে **'পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদান কমিটি'** গঠন করা হলো :

সভাপতি

০১ মাননীয় মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

০২ ডাঃ মোঃ মুরাদ হাসান, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

০৩ জনাব মোঃ শফিকুর রহমান, মাননীয় সংসদ সদস্য, চাঁদপুর-০৪ ও প্রাক্তন সভাপতি, জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা

০৪ সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

০৫ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা।

০৬ ড. ইনামুল হক, বিশিষ্ট নাট্যকার ও চলচ্চিত্র অভিনেতা

০৭ বেগম কবরী সরোয়ার, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেত্রী

০৮ জনাব মতিন রহমান, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক

০৯ ড. শফিউল আলম ভূঁইয়া, অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অব টেলিভিশন এন্ড ফিল্ম স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১০ বেগম রওশন আরা রোজিনা, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেত্রী

সদস্য-সচিব

১১ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও চলচ্চিত্র), তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা

২। **কমিটির কার্যপরিধি :**

(ক) ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সরকারি অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত **'চলচ্চিত্র অনুদান বাছাই কমিটি'** এর সুপারিশ পর্যালোচনা;

(খ) সুপারিশ পর্যালোচনান্তে সরকার কর্তৃক প্রণীত 'উন্নতমানের পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নীতিমালা-২০১২ (সংশোধিত) (ইতোমধ্যে এ নীতিমালা সংশোধন হলে উক্ত সংশোধিত নীতিমালা) এর আলোকে অনুদান প্রদানের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

(গ) নীতিমালার আলোকে ইতঃপূর্বে অনুদান প্রাপ্ত চলচ্চিত্রসহ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অনুদান প্রাপ্ত চলচ্চিত্রের চূড়ান্ত কিস্তি ছাড়ের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

(ঘ) কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত কোন সদস্য ২০১৯-২০২০ সালে সরকারি অনুদান প্রাপ্তির জন্য চলচ্চিত্রের স্ক্রিপ্ট জমা প্রদান করে থাকলে তিনি অনুদানের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

নং **১৫.০০.০০০০.০২৭.৩১.০৩০.১৪.৪৪**—চলচ্চিত্র শিল্পে মেধা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা এবং বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মানবীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন জীবনমুখী, রুচিশীল ও শিল্পমানসমৃদ্ধ পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়ত প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সরকারি অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে প্রাপ্ত প্যাকেজ প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা করে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য নিম্নরূপভাবে **'পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদান বাছাই কমিটি'** গঠন করা হলো :

সভাপতি

০১ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও চলচ্চিত্র), তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

০২ যুগ্মসচিব (চলচ্চিত্র), তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা

০৩ জনাব জুনায়েদ আহমেদ হালিম, অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, ডিপার্টমেন্ট অব টেলিভিশন এন্ড ফিল্ম স্টাডিজ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

০৪ জনাব অনুপম হায়াত, চলচ্চিত্র সাংবাদিক ও গবেষক

০৫ জনাব শাহনেওয়াজ কাকলী, চলচ্চিত্র পরিচালক

০৬ জনাব জাকির হোসেন রাজু, চলচ্চিত্র পরিচালক

সদস্য-সচিব

০৭ উপসচিব (চলচ্চিত্র-২), তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা

২। **কমিটির কার্যপরিধি :**

(ক) অনুদান প্রদানের জন্য সরকার কর্তৃক প্রণীত 'উন্নতমানের পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদানের নীতিমালা-২০১২' (ইতোমধ্যে এ নীতিমালা সংশোধন হলে উক্ত সংশোধিত নীতিমালা) এর ভিত্তিতে কমিটি প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ বাছাই করবে;

(খ) কমিটি প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা করে গুণগত মানের ভিত্তিতে অনুদান প্রদানের নিমিত্ত প্রতিটির জন্য পৃথক পৃথক মন্তব্যসহ সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করে চিত্রনাট্যের মূলকপিসহ একটি প্রতিবেদন তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর জমা প্রদান করবে;

(গ) কমিটি প্রথম সভা অনুষ্ঠানের তারিখ থেকে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ দাখিল করবে;

(ঘ) বাছাই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত কোন সদস্য ২০১৯-২০২০ সালে সরকারি অনুদান প্রাপ্তির জন্য চলচ্চিত্রের স্ক্রিপ্ট জমা প্রদান করে থাকলে তিনি অনুদানের জন্য চলচ্চিত্র বাছাই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

(ঙ) সদস্য-সচিব কমিটিকে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপসচিব।

টিভি-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৭ ফাল্গুন ১৪২৬/২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০

নং **১৫.০০.০০০০.০২৩.২৩.০০২.১৯-১৭**—জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে চলচ্চিত্র ও তথ্যচিত্র উপকমিটি কর্তৃক সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে খণ্ড ভিডিওচিত্র নির্মাণে সরকারী মঞ্জুরী প্রদান নিয়মাবলী ২০১৯ এর (ঘ)-১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী খণ্ড ভিডিওচিত্র নির্মাণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট পরিচালক/প্রস্তাবককে অনুদান প্রদানের জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

ক্র: নং	খণ্ড ভিডিওচিত্রের নাম	প্রস্তাবক/পরিচালকের নাম
০১	১৪ বছরের জেল জীবন	আরেফিন আহমেদ
০২	ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু	ডি.এম. শহীদুজ্জামান
০৩	আরশী	সৈয়দ সালেহ সোবহান আনিম
০৪	এক আজলা আগুন	অরুনা বিশ্বাস
০৫	হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী	শরীফ রেজা মাহমুদ

ক্র: নং	খণ্ড ভিডিওচিত্রের নাম	প্রস্তাবক/পরিচালকের নাম
০৬	বাংলাদেশে পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনৈতিক অবদান	জান্নাতুল ফেরদৌস আইভি
০৭	বঙ্গবন্ধুর আত্মপরিচয়/জীবন বৃত্তান্ত	হাসান মাহমুদ (ফুয়াদ)
০৮	মেঘনার শোধ	তামান্না সুলতানা
০৯	যার মাথায় ইতিহাসের জ্যোতি-বলয়	মোঃ মাসুদুর রহমান রামিন

অনুদানের শর্তাবলি :

০১. মনোনীত খণ্ড ভিডিওচিত্র নির্মাণ শুরু করার নিমিত্ত চুক্তিপত্র সম্পাদনের পর মঞ্জুরির ৫০% অর্থ প্রদান করা হবে। অনধিক ২ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ চিত্রায়নের পর তা মঞ্জুরি কমিটি কর্তৃক (চিত্রায়িত অংশ) সন্তোষজনক বিবেচিত হলে মঞ্জুরির ৩০% অর্থ প্রদান করা হবে;

০২. সম্পূর্ণ খণ্ড ভিডিও চিত্র নির্মাণ ও সরবরাহের পর মঞ্জুরি কমিটির সুপারিশক্রমে অবশিষ্ট ২০% অর্থ প্রদান করা হবে;

০৩. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের নিমিত্ত তার জীবন ও কর্ম নিয়ে খণ্ড ভিডিওচিত্র নির্মাণ অর্থ বছরের অবশিষ্ট সময়, ইত্যাদিসহ বিশেষ বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ ১ম ও ২য় কিস্তির টাকা একসংগে ছাড় করতে পারবে। এক্ষেত্রে ৩য় কিস্তির (শেষ কিস্তির) টাকা খণ্ড ভিডিওচিত্র সম্পূর্ণ ও সরবরাহের পর মঞ্জুরি কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে অর্থ ছাড় করা হবে;

০৪. প্রথম চেক প্রাপ্তির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে খণ্ড ভিডিওচিত্র নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করতে হবে। তবে স্ক্রিপ্টের প্রয়োজন/অনিবার্য কারণে/বিশেষ বিবেচনায় এ সময় বৃদ্ধি করা যাবে;

০৫. খণ্ড ভিডিওচিত্র নির্মাণের সময় সাব-টাইটেল দিতে হবে;

০৬. শুধু বাংলাদেশের নাগরিক মঞ্জুরি প্রাপ্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন। সকল শিল্পী/কলাকুশলিকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। তবে বিশেষ ভূমিকায় অংশগ্রহণের জন্য যদি কোন বিদেশি শিল্পী/ কলাকুশলির প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের বিশেষ অনুমতিক্রমে উক্ত শিল্পী/কলাকুশলী অংশগ্রহণ করতে পারবে;

০৭. খণ্ড ভিডিও চিত্রে বঙ্গবন্ধুর পরিণত বয়সের কোন অভিনয় থাকবেনা। তবে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর পূর্বে ধারণকৃত প্রামাণ্যচিত্র ব্যবহার করা যাবে;

০৮. উপযুক্ত কারণ ছাড়া যদি খণ্ড ভিডিও চিত্র নির্মাণ শুরু না করেন কিংবা অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলে রাখেন তবে ঐ খণ্ড ভিডিওচিত্রের সাথে জাড়িত সকল মালামাল ও বিষয়-সম্পত্তি সরকার গ্রহণ করার অধিকার সংরক্ষণ করবে এবং প্রদত্ত মঞ্জুরির অংশ আদায়ের জন্য সরকার যে কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;

০৯. জনসাধারণের জন্য প্রদর্শনের পূর্বে প্রযোজন বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের সনদপত্র গ্রহণ করবে;

১০. প্রস্তাবিত খণ্ড ভিডিওচিত্র ডিজিটাল ফরমেটে (2k/4k Resolution-এ) হতে হবে। তবে নির্মিত খণ্ড ভিডিও চিত্র বাংলাদেশে বিদ্যমান ব্যবস্থায় প্রদর্শনের উপযোগী হতে হবে;

১১. খণ্ড ভিডিও চিত্র নির্মাণের জন্য অর্থের ব্যবস্থাপনা তথ্য মন্ত্রণালয়ের নিকট ন্যস্ত থাকবে।

১২. পরিচালককে খণ্ড ভিডিও চিত্র অনুদান নিয়মাবলীর বিধানাবলি যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে।

১৩. নির্মিত খণ্ড ভিডিও চিত্রের প্রযোজনায় থাকবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষে গঠিত চলচ্চিত্র ও তথ্যচিত্র উপকমিটি;

১৪. জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে খণ্ড ভিডিও চিত্র প্রচারের কারিগরি ও কপি-রাইট জাতীয় বাস্তাবায়ন কমিটির উপর ন্যস্ত থাকবে। তবে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা থাকবে;

১৫. এ নির্মিত খণ্ড ভিডিও চিত্রটির স্বত্ব জাতীয় বাস্তাবয়ন কমিটির মাধ্যমে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হবে;

১৬. মঞ্জুরি গ্রহণকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে ৩০০ টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে।

মোঃ ঈশান আলী রাজা বাঙালী
উপসচিব (টিভি-১)।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা

আদেশাবলি

তারিখ : ১৩ ফাল্গুন ১৪২৬/২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.০২৭.১০০.২০১৯-১৫৭**—যেহেতু, ডাঃ মোঃ ফরহাদ জামিল (১২৭৩৩৪), প্রভাষক, ফিজিওলজি, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর দায়ে ২৭-১০-২০১৯ তারিখের ৪৫.০০.০০০০.১২২.০২৭.১০০.২০১৯-৬০৯ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করার পর তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি এবং তিনি নির্দোষ মর্মে তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

সেহেতু, ডাঃ মোঃ ফরহাদ জামিল (১২৭৩৩৪), প্রভাষক, ফিজিওলজি, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.০২৭.১০০.২০১৯-১৫৬**—যেহেতু, ডাঃ মোঃ শরিফুল ইসলাম (১১১৭৪৩), সহকারী অধ্যাপক, সার্জারি, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা সংযুক্ত: সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর দায়ে ২৭-১০-২০১৯ তারিখের ৪৫.০০.০০০০.১২২.০২৭.১০০.২০১৯-৬০৮ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করার পর তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি এবং তিনি নির্দোষ মর্মে তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

সেহেতু, ডাঃ মোঃ শরিফুল ইসলাম (১১১৭৪৩), সহকারী অধ্যাপক, সার্জারি, ওএসডি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা সংযুক্ত: সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ, সাতক্ষীরা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.০২৭.১০০.২০১৯-১৫৫**—যেহেতু, ডাঃ মোঃ আসাদুজ্জামান (৪৩৫০৫), সিনিয়র কনসালটেন্ট (মেডিসিন), সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর দায়ে ২৭-১০-২০১৯ তারিখের ৪৫.০০.০০০০.১২২.০২৭.১০০.২০১৯-৬০৭ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করার পর তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি এবং তিনি নির্দোষ মর্মে তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

সেহেতু, ডাঃ মোঃ আসাদুজ্জামান (৪৩৫০৫), সিনিয়র কনসালটেন্ট (মেডিসিন), সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি' এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো এবং বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আসাদুল ইসলাম
সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন অধিশাখা-০২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৩ ফাল্গুন, ১৪২৬/২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

নং **৪৭.০০.০০০০.০৩২.২৭.০১৭.১৯-১০৮**—যেহেতু, জনাব মোঃ নবীরুল ইসলাম, জেলা সমবায় অফিসার, ঢাকা হিসেবে (বর্তমানে উপ-নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা) কর্মরত থাকা অবস্থায় অগ্রণী কমার্স এন্ড ফাইন্যান্স মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর শাখা খোলা ও কর্মএলাকা সমগ্র ঢাকা বিভাগব্যাপী বৃদ্ধির জন্য উপ-আইন সংশোধনের নিমিত্ত সমিতি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে সকল বিষয়ে যাচাই বাছাই না করে কোন মতামত/সুপারিশ ব্যতিরেকে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ (তৎকালীন যুগ্ম-নিবন্ধক জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন) কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কর্ম এলাকা ঢাকা ব্যাপী বৃদ্ধি ও শাখা খোলার ফলে সমিতি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জনগণের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ ও সংগৃহীত অর্থ আত্মসাৎ এর সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। উক্ত সমিতি কর্তৃপক্ষের দ্বারা অযৌক্তিক, অবৈধ ও বেআইনীভাবে প্রভাবিত হয়ে সমিতি কর্তৃপক্ষের ইচ্ছানুযায়ী প্রাপ্ত প্রস্তাব যাচাই না করে এবং কোন মতামত/সুপারিশ ব্যতীত ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবরে অগ্রবর্তী করায়, এহেন কর্মকান্ডের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণ (Misconduct) এর অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়।

২। যেহেতু, জনাব মোঃ নবীরুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে ০৪-০৯-২০১৯ তারিখের ৪৭.০০.০০০০.০৩২.২৭. ০১৭.১৯-৩৮৯(২) নম্বর স্মারকে কারণ দর্শাতে বলা হলে তিনি ১৪-১০-২০১৯ তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন। ০২-১২-২০১৯ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য বিবেচনায় অভিযোগটি তদন্ত করার জন্য জনাব মোঃ আহসান কবীর, অতিরিক্ত নিবন্ধক (সমিতি ব্যবস্থাপনা), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা ৩০-০১-২০২০ তারিখ দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ নবীরুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল বিধিমালা) ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে নির্দোষ মর্মে মতামত প্রদান করেছেন; এবং

৩। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল বিধিমালা) ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

৪। সেহেতু, জনাব মোঃ নবীরুল ইসলাম, উপ-নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা (প্রাক্তন জেলা সমবায় অফিসার, ঢাকা)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল বিধিমালা) ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার ৭(৮) বিধি মোতাবেক অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল।

৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রেজাউল আহসান
সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ০১ জুন ২০২০ খ্রিঃ

নং বিচার-৭/২-এন-১/৯৭-৯৮—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মোহাম্মদ নাজমুল হক, পিতা-মোঃ আনোয়ারুল হক, মাতা-জাহানারা বেগম, ২৫৩/৪-এ, ২য় কলোনী, মাজার রোড, দারুস্সালাম মিরপুর, ঢাকা-১২১৬)। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১০ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আনোয়ারুল হক
সিনিয়র সহকারী সচিব।